দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 SEP 2007

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি-কার্যক্রমে ইউজিসির সমন্বয় প্রয়োজন

ড. এম এইচ খান

গত ২৬ আগষ্ট প্রকাশিত হলো ২০০৭ এর উচচ মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষাসমূহের ফলাফল। সারা দেশে এ বছর প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ছাত্রছাত্রী এ সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। শিক্ষার্থীদের এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুতি নেয়ার পালা। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ থাকায় ভর্তি কার্যক্রমে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিলেও ইতিমধ্যে কিছু বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে আরম্ভ করেছে এবং আশা করা যায় শীঘ্রই ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে।

ভর্তির জন্য কী নিয়মে শিক্ষার্থী বাছাই করা হবে তা নিয়ে ইতিমধ্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম মনে করেন, জিপিএ'র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়া উচিত এবং এ বিষয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছেন। শিক্ষাসংশ্লিষ্ট অনেকেই বলছেন, উচচ শিক্ষায় জিপিএ'র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী ভর্তি হলে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের হয়রানি কমবে। অন্যদিকে এক জরিপে দেখা যায়, উত্তরদাতাদের ২৫.৭৬ ভাগ শুধু জিপিএ'র ভিত্তিতে ভর্তি করাকে সমর্থন করলেও ৭১.৭৩ ভাগ করেন না।

ভর্তির জন্য বাছাই-এর নিয়ম নির্ধারণে শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। জিপিএ'র ভিত্তিতে হলে একই গ্রেডপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণের জন্য একটি মেধাক্রমের প্রয়োজন পড়বে। এসএসসি'তে প্রাপ্ত জিপিএ'র ভিত্তিতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে একই গ্রেডপ্রাপ্তদের মধ্যে বয়সের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ করা হয়েছে। এটি অনেকটা লটারির মতো এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্যতা পাবে না।

মেধাক্রম নির্ণয়ের একটা উপায় হতে পারে বোর্ড থেকে নম্বর সংগ্রহ করা। তা হলে তো আবার সেই নম্বরেই ফিরে যাওয়া হলো। তারপরও অনেকে ভিন্ন ভিন্ন বোর্ড থেকে প্রাপ্ত নম্বরের মধ্যে পার্থক্য করতে চাইবেন। বিষয়টিতে এতো বেশি গুরুত্ব দিতে হচ্ছে এ জন্য যে, মেডিক্যাল, প্রকৌশলসহ বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যলয়গুলোর কিছু কিছু বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ অপরিসীম। আসনের তুলনায় আগ্রহীদের সংখ্যা বহুগুণ এবং এদের অনেকেই সমমেধার দাবিদার। তাই জাতীয় এই শিক্ষা সুযোগ বন্টনে কাউকে বাদ দিতে হলে তার জন্য গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা থাকতে হবে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ভর্তি পরীক্ষা নিরপেক্ষ এবং অবিতর্কিত হলে এর মাধ্যমে বাছাই এর ফলাফল শিক্ষার্থীরা সহজভাবে গ্রহণ করে থাকে।

ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে বাছাই:

ভর্তি পরীক্ষার বিরম্বনা বহুবিধ। আর এর শিকার হন প্রধানত শিক্ষার্থী ও অভিভাবকগণ। বিগত সময়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যে ধরনের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে শুধু শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের ভোগান্তি হয়েছে তাই নয়, ভর্তি কার্যক্রমসহ শিক্ষাকালও হয়েছে দীর্ঘায়িত। এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে।

এ মুহূর্তে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্রে নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিত করার চেষ্টা বাস্তব সম্মত হবে না। তবে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের একই ধরনের যোগ্যতা যাচাই -এর প্রয়োজন পড়ে সে সকল বিশ্বদ্যািলয়ের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজে প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা চলে। এ পদ্ধতিতে বুয়েট, কুয়েট এবং চুয়েট-এ একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব।

এ ছাড়া ভর্তি প্রক্রিয়ায় সমন্বয়হীনতার কারণে অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়েই অসংখ্য আসন শূন্য রেখে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচেছ। প্রতি বছর সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলেও কোনো কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম পরবর্তী এপ্রিল-মে পর্যন্ত গড়িয়েছে। দেখা গেছে, কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডিসেম্বরের মধ্যে ভর্তি শেষ করে জানুয়ারিতে সেশন শুরুর উদ্যোগ নিলে দু'তিন মাস পর ওই ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ পেয়ে সেখানে চলে গেছে। উল্লেখ্য যে, এরূপ এক পরিস্থিতিতে ২০০৫ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যলয়ে ভর্তিকৃত সাড়ে ৬ শ আসনের মধ্যে ২৪৯ টি খালি হয়ে যায়, যা আর কখনো পূরণ হয়নি। এভাবে প্রতি বছরই অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেশনের মাঝ পথে আসন খালি হয়ে যাচ্ছে কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে বিলম্বিত ভর্তির কারণে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কার্যক্রম সমন্বিত এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমাপ্ত হলে এ সমস্যার সৃষ্টি হতো না।

ভর্তি ফরমের মূল্য:

কোনো নিয়ম নীতি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ইচ্ছেমতো উচ্চ মূল্যে ফরম বিক্রি করে এসেছে এবং প্রায় প্রতি বছরই এর দাম বাড়ানো হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পাবলিক অর্থে পরিচালিত হলেও ভর্তি ফরমের একটা দাম নেয়ার যৌক্তিকতা হলো যে, ভর্তি সংক্রান্ত ব্যয় যাতে এই অর্থ থেকে মেটানো যায়। কিন্তু সে মূল্যটা কত হওয়া উচিত? হিসেব করলে দেখা যাবে যে, প্রায় ক্ষেত্রেই যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে ফরম বিক্রি করা হয়েছে। অধ্যাপক মুহাম্মদ জাফর ইকবাল এক লেখায় এ বিষয়ে বাণিজ্যের কথা সরাসরি উল্লেখ করেন। যে দেশে অতি দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছেলেমেয়েরা নিজে কামলা খেটে অথবা উপোস থেকে জিপিএ ৫ অর্জন করে, সেখানে ভর্তি ফরমের জন্য এই বর্ধিত অর্থ আদায় উচচ শিক্ষায় তাদের নিরুৎসাহিত করার সামিল। এ ক্ষেত্রেও ইউজিসি'র অনুমোদনক্রমে যুক্তি সংগতভাবে ফরমের দাম নির্ধারণ করা হলে শিক্ষার্থীদের আর্থিক বিরম্বনা কমতো।

ইউজিসি'র সমন্বয় প্রয়োজন:

উপাচার্যদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বাছাই-এর নিয়ম নির্ধারণের উদ্যোগ ইউজিসিকেই নিতে হবে। ছাত্রছাত্রীদের কাছে গ্রহণযোগ্য বিবেচনায় যদি আরো কিছুকাল ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি চালু রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে তা অবশ্যই নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি হ্রাস, সময় ও অর্থের সাশ্রয় এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভর্তি কার্যক্রম সমাপনের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। ইউজিসি কর্তৃক সমগ্র কার্যক্রম সমন্বিত করার মাধ্যমেই এগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব।

এ মুহূর্তে সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্রে নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিত করার চেষ্টা বাস্তব সম্মত হবে না। তবে যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের একই ধরনের যোগ্যতা যাচাইএর প্রয়োজন পড়ে সে সকল বিশ্বদ্যিালয়ের জন্য সমন্বিত পরীক্ষা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মেডিক্যাল কলেজে প্রচলিত ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণ করা চলে। এ পদ্ধতিতে বুয়েট, কুয়েট এবং চুয়েট-এ একটি মাত্র পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা সম্ভব। এরূপ ব্যবস্থা সাবেক বিআইটিগুলোর মধ্যে চালু ছিল, যা বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হওয়ার পর বিলুপ্ত হয়েছে। একইভাবে 'কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো' বা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সমন্বিত ভর্তি পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে পারে। বহু মাত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বলিত বিশ্ববিদ্যালয়, যেমন ঢাকা, রাজশাহী, চিটাগাং - যেখানে বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার ক্ষেত্র রয়েছে সেখানে একটি পরীক্ষায় চলবে না। এ ক্ষেত্রে বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে গ্রুপ সিস্টেম চালু আছে সেটি অনুকরণীয় হতে পারে। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একই গ্রুপের ভর্তি পরীক্ষা সমন্বিত করা সম্ভব। অর্থাৎ ঢাকা, রাজশাহী, চিটাগাং -সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান বিষয়গুলোতে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য একটি পরীক্ষাই অনুষ্ঠিত হতে পারে। মানবিক, বাণিজ্য ইত্যাদি শাখার জন্যও একই ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যায়। এ প্রক্রিয়ায় সর্বমোট ভর্তি পরীক্ষার সংখ্যা, সময়, ব্যয় এবং ভোগান্তি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। ডিসেম্বরের মধ্যে সবগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি শেষে জানুয়ারির প্রথম থেকে শুরু হতে পারে শিক্ষাবর্ষ।

যদি জিপিএ'র ভিত্তিতে শিক্ষার্থী বাছাই-এর নিয়ম গৃহীত হয়, তাহলেও সমগ্র প্রক্রিয়াটি ইউজিসি'র সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট সময়সূচী অনুযায়ী পরিচালিত হলে আসন শূন্য হয়ে পড়া, প্রলম্বিত ভর্তি ইত্যাদি রোধসহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষাবর্ষ শুরু করা সম্ভব হবে।

[লেখক : প্রফেসর, সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়।]